দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

বড়াইগ্রামে বরাদ্দের টাকা কমানোয় বিপাকে প্রধান শিক্ষকরা

■ বড়াইগ্রাম (নাটোর) সংবাদদাতা

বড়াইগ্রামে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) প্রকল্পের আওতায় ২০টি বিদ্যালয়ে টয়লেট মেরামত কাজের শেষ পর্যায়ে বরাদ্দের টাকা কমিয়ে চিঠি ইস্যু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। এতে মেরামত কাজের ব্যয় নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় বিদ্যালয় পরিবেশ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উপজেলার ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামতের উদ্যোগ নেয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। এজন্য ১৬টি সরকারি ও ৪টি নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে গত ১৮ মে লিখিতভাবে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ থেকে প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদন শেষে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকরা কাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মেরামত কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গত ১৮ জুন আকস্মিকভাবে পুনরায় লিখিতভাবে বরাদ্দের টাকা ১০ হাজার কমিয়ে ২০ হাজার টাকার মধ্যে শেষ করতে বলা হয়।

এদিকে কাজ শেষে বরাদ্দের টাকা কমিয়ে দেয়ায় ব্যয় করা টাকা পরিশোধ করা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ওইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রকল্পের কাজ শেষ করার পর বরাদ্দের টাকা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে বিপাকে ফেলা হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সিরাজুম মুনিরা বলেন, বরাদ্দ আসলে ২০ হাজার টাকা। ভুলে ৩০ হাজার টাকা লেখা হয়ে গেছে। এতে কয়েকটি স্কুলের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হলেও আমাদের কিছু করার নেই।